[প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ]

# উনিশ শতকীয় বাঙালির ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-ভাবনা

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ]

**গবেষক: সৃজিতা সান্যাল**

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE0100219

নিবন্ধীকরণের তারিখ: 19.08.2019

**তত্ত্বাবধায়ক: ড. জয়দীপ ঘোষ**

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

**বাংলা বিভাগ**

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৫

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উনিশ শতক এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতিজাত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আত্মআবিষ্কার, অন্যদিকে ইউরোপীয় পরম্পরা থেকে আগত ঐশ্বর্যের আত্মীকরণ— দুই দিক থেকেই নিজেকে ঋদ্ধ করেছিল বাঙালি। পাশাপাশি নানা প্রশ্ন, সংশয়, দোলাচল, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এক দ্বান্দ্বিক পটভূমি নির্মিত হয়েছিল এই সময়পর্বে। উনিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র রচনায় সেই দ্বিধাজর্জর অবস্থানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য-সমালোচনা, জীবনী, রসসাহিত্য— এমন বিবিধ বিষয়ের সমন্বয়ে উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রটি হয়ে উঠেছিল বৈচিত্র্যময়। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বও এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা উনিশ শতকীয় বাঙালির জ্ঞানচর্চা-ক্ষেত্রের অন্তর্গত। উনিশ-বিশ শতক জুড়ে বাঙালির নিজস্ব সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তন কতখানি সুসংগঠিত আকার পেয়েছিল, তা জানার জন্যও সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব উনিশ শতকের বাঙালিকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল— সে কথা বুঝে নেওয়া জরুরি।

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব এবং নাট্যতত্ত্বের নানা দিক উনিশ শতকের বাঙালি মানসে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, বাঙালির প্রেক্ষণবিন্দুতে কতখানি আদৃত বা উপেক্ষিত হয়েছিল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব— তার উত্তর খোঁজাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল অন্বিষ্ট। এর সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির আগ্রহ কিংবা উপেক্ষার কারণগুলি বিশ্লেষণের লক্ষ্যেও এই অভিসন্দর্ভের নির্মাণ।

সমগ্র অভিসন্দর্ভটিকে ছটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে **ভূমিকা**, **উপসংহার**, **গ্রন্থপঞ্জি** ও **পরিশিষ্ট**। গবেষণা-অভিসন্দর্ভটিকে যে যে অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ—

1. প্রথম অধ্যায়: **উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা**
2. দ্বিতীয় অধ্যায়: **উনিশ শতকের বাঙালি মননে অলংকার ও অলংকারবাদ**
3. তৃতীয় অধ্যায়: **উনিশ শতকের বাঙালি ও মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ***
4. চতুর্থ অধ্যায়: **উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ***
5. পঞ্চম অধ্যায়: **উনিশ শতকে বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চায় ও সমালোচনায় রসবাদ ও রসবৈচিত্র্য**
6. ষষ্ঠ অধ্যায়: **উনিশ শতকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চা**

পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে:

- **পরিশিষ্ট ১:** উনিশ শতকীয় পত্রিকায় বাঙালির রস-সংক্রান্ত মন্তব্য
- **পরিশিষ্ট ২:** উনিশ শতকীয় বাঙালির ইংরাজি রচনায় রস-প্রসঙ্গের দৃষ্টান্ত
- **পরিশিষ্ট ৩:** প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের আখ্যাপত্র, 'বিজ্ঞাপন' (মুখবন্ধ) এবং সাময়িকপত্রের প্রাসঙ্গিক অংশের চিত্র

নিম্নে প্রতিটি অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হল:

**প্রথম অধ্যায়:** সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বা নাট্যতত্ত্ব যে উনিশ শতকেই বাঙালির সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার পরিধিতে প্রবেশ করেছিল, এমন নয়। তার আগে থেকেই বাংলায় সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। সেই ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখাই এই অধ্যায়ের মূল অভীষ্ট।

**দ্বিতীয় অধ্যায়:** পূর্বসূরিকে অগ্রাহ্য করে উত্তরসূরির ভিত্তিস্থল যেমন পোক্ত হয় না, তেমনি অলংকারবাদকে বাদ দিলে অস্তিত্বসম্ভব হয় না রীতি, ধ্বনি বা রসবাদ। উনিশ শতকের বাঙালি কীভাবে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাই প্রথমেই অলংকারবাদের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল সেদিকে মনোনিবেশ করা

হয়েছে। দণ্ডী, রুদ্রট প্রমুখ অলংকারবাদী তাত্ত্বিকদের তত্ত্ব সম্পর্কে বাঙালির চর্চার পরিসরটিও এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় বিভিন্ন শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের উল্লেখ কীভাবে এসেছে, তাও এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য।

**তৃতীয় অধ্যায়:** প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের চর্চাকে যদি আদি পর্যায় (অলংকারবাদ, রীতিবাদের যুগ) এবং নবপর্যায় (ধ্বনিবাদ, রসবাদের যুগ)— এমন দুই অংশে বিভক্ত করা যায়, তবে আচার্য মম্মটের কাব্যতত্ত্বনিরীক্ষাকে রাখতে হয় এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে। অলংকার ও রীতিবাদের পুরোনো ধারা ছেড়ে ধ্বনিবাদ ও রসবাদের পথে যে নতুন যাত্রা শুরু করেছিল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব, তার নান্দী যেন ঘোষণা করেছিল মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*। সেই *কাব্যপ্রকাশ* সম্পর্কে উনিশ শতকের বাঙালিদের মনোভঙ্গির বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

**চতুর্থ অধ্যায়:** সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সময়-পরম্পরা অনুসারে যে সব প্রস্থানভেদকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল তার পথচলায়, তার মধ্যে আধুনিকতম তত্ত্ব নিঃসন্দেহে রস-প্রস্থান। চতুর্দশ, মতান্তরে পঞ্চদশ শতকের তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণঃ* লেখার সময়ে রসতত্ত্বকেই তাঁর তত্ত্বভাবনার কেন্দ্রস্থলে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি রসকেই কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেন। উনিশ শতকে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চায় *সাহিত্যদর্পণঃ* প্রায় অবিসংবাদিত প্রাধান্য পেয়েছিল। এই অধ্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে উনিশ শতকের বাংলায় বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-সংক্রান্ত চিন্তন।

**পঞ্চম অধ্যায়:** উনিশ শতকের কাব্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা এবং সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল রস প্রসঙ্গের আনাগোনা। উনিশ শতকে বাঙালি-রচিত বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনায় এবং সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত রচনায় শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত— প্রভৃতি রসের প্রসঙ্গ কীভাবে ধরা দিয়েছে তা দেখে নেওয়া এবং এর সাপেক্ষে

রসবাদের প্রতি বাঙালির মনোভাব বুঝে নেওয়া পঞ্চম অধ্যায়ের অন্যতম অভীষ্ট। কেন কয়েকটি বিশেষ রস উনিশ শতকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, সেই কারণ বিশ্লেষণের প্রয়াসও স্থান পেয়েছে এই অধ্যায়ে। উনিশ শতকে বাঙালি কোন কোন রসের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেছে এবং সেই পক্ষপাতের আড়ালে ব্রিটিশশাসিত ঔপনিবেশিক সময়ের অভিক্ষেপ কতখানি ক্রিয়াশীল— তা খুঁজে নেওয়া এই অধ্যায়ের আরেকটি লক্ষ্য।

**ষষ্ঠ অধ্যায়:** নাটক প্রধানত অভিনয়-নির্ভর Performing Art. কিন্তু নাটকের লিখিত টেক্সট সাহিত্যতত্ত্বের আওতার বাইরে নয়। তাই এই অভিসন্দর্ভে উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত ভাবনার পাশাপাশি যা পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল, সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির মনোভঙ্গি। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে উনিশ শতকের বাঙালির প্রতিক্রিয়া বিচার করতে হলে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গিও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের সমালোচক ও লেখকরা? সেই সম্পর্কিত আলোচনা এবং অন্বেষণ ষষ্ঠ অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় বিষয়।

এইভাবেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের নানা তত্ত্বপ্রস্থান কীভাবে উনিশ শতকের লেখক, সমালোচক, পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকদের মননে ধরা দিয়েছিল, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের কোন দিকগুলি তাঁদের অভিনিবেশের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল আর কোন ক্ষেত্রে বর্ষিত হয়েছিল তাঁদের তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা বা সমালোচনা— তা চিহ্নিত করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। সেইসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে এ জাতীয় প্রতিক্রিয়ার কারণগুলিও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।